অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

আমাদের আহ্বান

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি

আমাদের আহ্বান

www.icsbook.info

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি
আমাদের আহ্বান

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
৪৮/১ এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর, ২০০২
জুলাই, ২০১৪

দাম : ১০ টাকা

www.icsbook.info

ভূমিকা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মূলত একটি ছাত্রসংগঠন। ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি আত্মপ্রকাশের দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই সংগঠনটি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ছাত্রের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের আদর্শ, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি এবং এর নেতা ও কর্মীদের সংস্পর্শে এসে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক অমুসলিম ছাত্র ভাই এই কাফেলায় যোগদান করে থাকেন। প্রতি বছর ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে এ সমস্ত ভাইদের নিয়ে বিভিন্ন রকম মতবিনিময় সভা ও সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

এইসব সভা সমাবেশ ও ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় বেশ কিছু প্রশ্ন প্রায়শই উত্থাপিত হয়। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি সম্প্রদায়িক দল কি না? ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করে কি না? ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হলে অমুসলিম নাগরিকদের কী কী অধিকার থাকবে? ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকগণ রাজনীতি, আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে কি না? নাকি তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করবে? ইসলামী আন্দোলন বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িত কেন? বিশেষ করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে এই বিভ্রান্তিকর ও অস্বস্তিকর অবস্থা বিরাজমান। ইসলাম, ইসলামী বিধান, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামের সার্বজনীন কল্যাণময়তা এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের সামগ্রিক পরিচয় পরিষ্কার না থাকা, ইসলামের ব্যাপারে ব্যাপক অজ্ঞতা ও অপপ্রচার বিশেষভাবে ইসলামী ছাত্রশিবিরের ব্যাপারে এধরনের এক ভয়াবহ ও ভীতিকর অবস্থা বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসেন এবং শিবিরের গঠনমূলক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করেন এমন অমুসলিম ভাই-বোনদের অব্যাহত দাবি ছিল, এইসব বিষয় নিয়ে যেন একটি সহজ ও তথ্যবহুল পুস্তিকা প্রণয়ন করা হয়। বর্তমান পুস্তিকাখানি সেই দাবি পূরণের একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

অমুসলিম ভাই-বোনদের মনের কোণে বিরাজমান প্রশ্নমালার উত্তরের পাশাপাশি ইসলামী ছাত্রশিবিরের কর্মীদের জন্য এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা অমুসলিম ভাইদের মাঝে কাজের নতুন দিগন্ত রচনা করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

www.icsbook.info

ইসলাম সকল মানুষের জীবনবিধান

ধর্মবিশ্বাসী মানুষ মাত্রই স্বীকার করেন যে-আকাশ-পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর একজন মহান স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রক রয়েছেন। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সমস্ত সৃষ্টিই সেই স্রষ্টার আনুগত্য করে থাকে। চাঁদ-সূর্য, গ্রহ-তারা, নদী-সমুদ্র, পাখ-পাখালি সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই সূর্য পূর্ব দিগন্তে লালিমা ছড়িয়ে দিনের সূচনা করে আর পশ্চিমের আকাশে অস্ত যায়। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম আজ পর্যন্ত হয়নি। নির্দিষ্ট নিয়মে সাগর-নদীতে চলছে জোয়ার-ভাটার খেলা। প্রাণীজগতে জন্ম-মৃত্যুর একটি অমোঘ বিধান চলে আসছে যাকে অস্বীকার করার কোন পথ নেই। এই নিয়মটির আরেক নাম ইসলাম বা আনুগত্য (Surrender)। প্রতিটি প্রাণীই স্রষ্টার এই নিয়মের কাছে বন্দী, ইসলাম বা আনুগত্যের এই বন্ধন আছে বলেই সৃষ্টি জগতে এত শৃঙ্খলা, এত শান্তি।

আল্লাহ্ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টির জন্য ইসলামকে বিধান করে দিয়েছেন। অন্যান্য সৃষ্টি এই বিধানের বাইরে যাবার মত কোন ক্ষমতাই রাখে না। কেবল মানুষ এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। মহান স্রষ্টা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি, ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং ভাল-মন্দ বিচার করার জন্য বিবেক দিয়ে সৃষ্টির সেরা হিসেবে তৈরি করেছেন। ফলে মানুষ হিসেবে চোখ কান খোলা রেখে সৃষ্টি জগতের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টি যেহেতু আল্লাহ্র ইচ্ছার কাছে মাথানত করেছে সেহেতু সেখানে শান্তি বিরাজমান। আর মানুষ যেহেতু নিজের মনমতো চলতে চায় সেহেতু তাদের হাতেই পৃথিবীর সব অশান্তি, অসুন্দর ও অকল্যাণের জন্ম।

পৃথিবীব্যাপী সমস্ত অশান্তি, অকল্যাণ ও অসুন্দরের জন্য মানুষের খামখেয়ালিপনাই দায়ী। আজ পৃথিবীময় মানবতার ক্রন্দন শোনা যায়। ধর্মীয়, জাতিগত নানা রকম বৈষম্য ও অসহিষ্ণুতার শিকার হয়ে জীবন দিচ্ছে হাজার হাজার মানবসন্তান। একদিকে তৈরি হচ্ছে সম্পদের পাহাড়, অপরদিকে চলছে ভুখা-নাঙা মানুষের মিছিল। এর কারণ কী? এর একমাত্র কারণ সম্পদ বণ্টনে আল্লাহ্র দেয়া বিধান লংঘন করে মানুষের মনগড়া বিধান চালু করা। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের স্থান দখল করেছে পরমত অসহিষ্ণুতা ও তথাকথিত সাম্প্রদায়িকতা, মানবিকতা ও কল্যাণের স্থান দখল করেছে ক্ষুদ্র জাতীয়তা ও কূপমণ্ডুকতা।

'ইসলাম' মানবতার মুক্তির জন্য আল্লাহর বিধান। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আল্লাহ এই বিধান দিয়েছেন। তাঁর দেয়া চাঁদ-সুরুজ যেমন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে

www.icsbook.info

সকল মানুষের জন্য আলো ও তাপ বিতরণ করে তেমনি ইসলামও সকলের জন্য সমান কল্যাণকর। অজ্ঞতা ও স্বার্থান্ধতার কারণে মানুষ ইসলামের এই সার্বজনীনতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে এনেছে। কতিপয় লোক ইসলামকে ভুল ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করে জনমনে এই সম্পর্কে বিভ্রান্তির বেড়াজাল সৃষ্টি করেছে।

মুসলমানদের পাশাপাশি অন্যান্য অমুসলিম ভাই-বোনও নিশ্চয়ই প্রকৃতির এই অবস্থাটি দেখে থাকেন। তাদের মনেও এ প্রত্যয় দৃঢ়মূল হওয়াটাই স্বাভাবিক যে ইসলাম মানুষের স্বভাব ধর্ম, প্রকৃতির ধর্ম। সকল মানুষই ইসলামের ছায়ায় বিনা দ্বিধায় আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অপপ্রচার অনেকের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা ও বিদ্বেষের জন্ম দিয়েছে। সে জন্যই আমাদের জানতে হবে ইসলামের সঠিক পরিচয়, মানবতার সুরক্ষায় ইসলামের সুমহান আদর্শ, ইসলামের বিধানসমূহের বাস্তবায়ন যোগ্যতা ও কল্যাণময়তার বিষয়ে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির : 'ন্যায়ভিত্তিক' সমাজ প্রতিষ্ঠাই যার লক্ষ্য

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসাবে সংবিধানে লেখা আছে- "এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত ও রাসূল (সা) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পুনর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ অর্জন।"

আগেই আমরা আলোচনা করেছি মানুষের স্রষ্টা আল্লাহ্। বিভিন্ন নাম বা পরিভাষায় অন্যান্য ধর্মে আল্লাহ্‌কেই স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ সৃষ্টির প্রথম মানুষকে যেদিন পৃথিবীতে পাঠান সেদিনই তাকে জীবন বিধান পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেন। সে অনুযায়ী যুগে যুগে তিনি মানুষের জন্য বিধানসমূহ পাঠাতে থাকেন। কখনো মানুষ সে বিধান মেনে নিয়ে সুখ-শান্তিতে থাকে আবার কখনো কখনো সে এর বিরোধিতা করে।

আল্লাহর বিধান তাঁর পক্ষ থেকে নির্বাচিত নবী বা রাসূলদের প্রতি প্রেরিত হয়। পৃথিবীর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, সর্বকালের সেরা মানুষ হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মাধ্যমে ইসলামের পরিপূর্ণতা বিধান হয়। আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর আগে তিনি হানাহানি, মারামারি, কলহ-বিবাদ, অসাম্য, দুর্নীতি ও দুরাচারে পরিপূর্ণ আরবের জাহেলি সমাজের মাঝে আসেন এবং ইসলামের পরিপূর্ণ বিধানের আলোকে তাদেরকে আলোকিত করেন। জাহেলি বর্বর আরবের সমাজকে একটি আলোকিত সুসভ্য ও কল্যাণ-সমাজে পরিণত করেন।

www.icsbook.info

আজ পৃথিবীতে বিরাজমান সমস্ত অশান্তি ও অকল্যাণের কারণ 'ইসলাম' থেকে মানুষের বিচ্যুতি। পৃথিবীর কোথাও একটি পরিপূর্ণ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ নেই। ব্যক্তি জীবনের কোন কোন অংশে ইসলামের বিধানকে মেনে চললেও মানুষ সামষ্টিক জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে দূরে সরে আছে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে আবারও যদি শান্তির সমাজ, সাম্যের সমাজ, কল্যাণের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে মানুষের জীবনকে সার্বিকভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মানবসমাজের সমস্যার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে এই সমস্যাকেই চিহ্নিত করেছে। শিবির মনে করে বর্তমান সমাজব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে, মানবতার জয়গানে মুখর, সাম্য ও সম্প্রীতিসমৃদ্ধ একটি সমাজ বিনির্মাণ করা একান্ত অপরিহার্য। তাহলেই কেবলমাত্র ধর্মীয় অসম্প্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা, পরমত অসহিষ্ণুতার মূলোৎপাটন করে একটি সুশীলসমাজ কায়েম করা সম্ভব।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির কেবলমাত্র ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতিষ্ঠা চায় না। ছাত্রশিবির ইসলামকে গতানুগতিক ধারার একটি ধর্মমাত্রও মনে করে না বরং শিবির মনে করে 'ইসলাম' মানবতার ধর্ম সকল মানুষের জন্য সকল কালের গ্রহণযোগ্য একমাত্র কল্যাণকর বিধান আল ইসলাম। আল্লাহর পৃথিবীতে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানই মানুষের সার্বিক সফলতার শর্ত। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরও তাঁর সাফল্যের বিষয় হিসেবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানকেই চিহ্নিত করেছে। সৃষ্টি জগতের মাঝে বৈষম্য ও অবিচার করে আল্লাহকে খুশি করা সম্ভব নয়। সেজন্যই শিবির রাসূল (সা)-এর দেখানো পথে মানবতার মুক্তি নিশ্চিত করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

অমুসলিম ভাই-বোনদের সামনে ইসলাম ও শিবিরের পরিচয় সমস্যা

এক শ্রেণীর ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল ইসলাম ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে কতিপয় বিভ্রান্তি, মিথ্যা ও বানোয়াট বিষয় রচনা করে অমুসলিম ভাই-বোনদের মনে নানা সন্দেহ সংশয় ও অবিশ্বাসের জন্ম দিচ্ছে। এসব ব্যক্তি ও দল নিজেদেরকে অসাম্প্রদায়িক ও অমুসলিমদের বন্ধু হিসেবে জাহির করে বেড়ালেও তাদের প্রকৃত পরিচয় তারা স্বার্থান্বেষী, পরচর্চাকারী ও সুযোগ সন্ধানী। তারা অমুসলিম ও ইসলামের মাঝে একটি বড়সড় দেয়াল তুলে দিয়েছে এবং সব সময় ইসলামী সংগঠন থেকে তাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

www.icsbook.info

এ সমস্ত ব্যক্তি ইসলাম সম্পর্কে সাধারণত যেসব বিষয় বলে বেড়ায় তা নিম্নরূপ–

এক. তারা বলে ইসলাম একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম। অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জন্য ইসলামের দরজা বন্ধ এ কথাটি একটি সর্বৈব মিথ্যা। আমরা আগেই বলেছি ইসলাম মানবতার ধর্ম, জীবন বিধান। সকল ধর্মের মানুষের জন্য এর দরজা খোলা। যে কেউই ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন, ইসলামকে অধ্যয়ন করতে পারেন এবং ইসলামের সামাজিক সুযোগ-সুবিধাসমূহ ভোগ করতে ও তাতে শরিক হতে পারেন।

ইসলাম একটি সম্প্রদায়ের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে ভাই গীরিশচন্দ্র সেন ৪২ বছর বয়সে কুরআন অধ্যয়ন করে তার বাংলা অনুবাদ করতে পারতেন না, উইলিয়াম পিকথল কুরআনের ইংরেজি ব্যাখ্যাসহ অনুবাদ করতেন না কিংবা ডঃ মরিস বুকাইলির মত খ্রিস্টান বিজ্ঞানী' বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান' শীর্ষক অমর গ্রন্থ লিখতেন না। এই তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তিই যার যার ধর্মে অটল থেকেই ইসলামের এই মহান খেদমত করেছেন এবং মুসলিমগণ অকপটে তাদের কথা স্মরণ করেন।

দুই. অনেকে ইসলামের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ আরোপ করে। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ছাত্রশিবিরকে সাম্প্রদায়িক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করে। অথচ ইসলাম কখনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। ইসলাম সকল মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরও সবসময় অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা পোষণ করে থাকে।

প্রতিবছর বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির অমুসলিমদের মাঝে আলাদা পরিকল্পনা নিয়ে দাওয়াতী কাজ করে, তাদের নিয়ে চা-চক্র করে, সমাবেশ আয়োজন করে, সর্বোপরি যে কোন উদ্ভূত পরিস্থিতিতে অমুসলিমদের মান-সম্মান, সহায়-সম্পদ ইত্যাদির হেফাজতের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর একটি মহল বাংলাদেশে কৌশলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরুর প্রেক্ষাপট রচনা করলেও শিবির রাজধানীতে অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে 'সম্প্রীতি মিছিল' বের করে ও বিভিন্ন স্থানে মন্দির, কেয়াং ও গির্জাসমূহ পাহারার ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

তিন. অভিযোগ উত্থাপনকারীরা দাবি করে যে ইসলামী ছাত্রশিবির একটি মৌলবাদী সংগঠন, মুসলিম ছাড়া অন্যান্যদের ব্যাপারে তাদের কোন

www.icsbook.info

ইতিবাচক কর্মসূচি নেই। তারা ধর্মান্ধ, স্বার্থান্বেষী। অথচ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি সহিষ্ণু ছাত্রসংগঠন।
অমুসলিমদের সাথে এর নেতা-কর্মীরা যথেষ্ট আবেগ দিয়ে সম্পর্ক রক্ষা করেন। তাদের সুখে দুঃখে পাশে গিয়ে দাঁড়ান এবং যথাসাধ্য তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন।

চার. বাংলাদেশে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সংখ্যালঘু নির্যাতনের একটি কল্পিত ইতিহাস রচনা করেছে যার দায়-দায়িত্ব এদেশের ইসলামী আন্দোলন বিশেষ করে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর আরোপ করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস হচ্ছে বাংলাদেশে তেমন কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়নি। যে দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে সেসব ঘটিয়েছে অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারীরা। কিছু কিছু ঘটনা ছিল তাদের সাবোটেজ পরিকল্পনার অংশবিশেষ। সংখ্যালঘু নির্যাতনের ইস্যু তৈরির জন্য অনেক অপচেষ্টা করেও তারা হালে পানি পায়নি এবং অনুসন্ধানী রিপোর্টে প্রমাণিত হয়েছে এক একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে তারা অসহায় সংখ্যালঘুদের সহায়-সম্পদ ও তাদের নারীদের প্রতি হাত বাড়িয়েছে।
এভাবেই ইসলাম সম্পর্কে একটি কল্পিত চিত্র তৈরি করে সাধারণ অমুসলিমদের সহানুভূতি আদায় এবং ইসলাম ও ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে তাদেরকে বীতশ্রদ্ধ করার একটা ঘৃণ্য ও নষ্ট পরিকল্পনা তাদের রয়েছে।
এই দুষ্ট পরিকল্পনার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে মানবতার মহান ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়ার জন্য অমুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাই।

ইসলামকে জানতে হলে কুরআন জানুন

ইসলামকে মুখে মুখে পরিপূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়। ইসলাম একটি শাশ্বত জীবনবিধান। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ইসলাম তার রং বদলায় না। ইসলামের পরিপূর্ণ পরিচয় বিধৃত রয়েছে আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ গ্রন্থ আল কুরআনে। কুরআন মানবতার পথপ্রদর্শক। কুরআনে অতীতের গ্রন্থ সমূহের স্বীকৃতি রয়েছে। কুরআন এসেছে সে সমস্ত গ্রন্থের সমাপনী হিসেবে।
ইসলামকে জানতে হলে বর্তমান দুনিয়ার মুসলমানদের দেখলেই চলবে না। এমন অনেক মুসলিমও বর্তমানে আছেন যাদের কেবল নামটাই মুসলমানদের নাম। দৈনন্দিন, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক কোন কাজেই তারা ইসলামের অনুসরণ করেন না। তারা কুরআন পড়তে জানেন না, পড়েন না, আবার পড়লেও তার

www.icsbook.info

প্রতিফলন তাদের বাস্তব জীবনে থাকে না। এসব নামকাওয়াস্তে মুসলমানকে দেখে ইসলাম সম্পর্কে কোন ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়।

'কুরআন কেবলমাত্র মুসলমানদের সম্পত্তি নয় বরং এটি বিশ্ব মানবতার সম্পত্তি। কুরআন ঐ মহান আল্লাহর রচিত বিধান যিনি গোটা বিশ্বস্রষ্টা।'
বর্তমানে বাংলায় কুরআনের ব্যাখ্যাসহ অনেক অনুবাদ পাওয়া যায়। এর যেকোন একটি অধ্যয়ন করে একজন অমুসলিম ভাই বা বোন ইসলাম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে পারেন।
কুরআন বিশেষ ও নির্বিশেষে সকলেরই পড়ার জন্য এবং অধিক পড়ার জন্য একটি অনন্য গ্রন্থ।

ইসলাম অন্য ধর্মের অনুসারীদের কী মর্যাদা দেয়?

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক জীবন বিধান। যেহেতু এই বিধানের রচয়িতা স্বয়ং আল্লাহ্ সকল মানুষের স্রষ্টা– সেহেতু এ বিধান সকল মানুষের জন্য ন্যায়ের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। আল্লাহর এমনই এক মহিমা– তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বিরুদ্ধাচরণকারীর জন্য আলো, বাতাস, পানি, খাদ্য ইত্যাদি সরবরাহ বা গ্রহণের ব্যবস্থা হঠাৎ বন্ধ করে দেন না।
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই সমস্ত বিধান আল কুরআনে বিধৃত আছে। অপর দিকে কুরআনে বর্ণিত এই সমস্ত বিধানকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন মানবতার মহান বন্ধু হযরত মুহাম্মদ (সা)। জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন এবং সকল মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।

ধর্মপ্রাণ, ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক এক নয়

যারা নিজ নিজ ধর্মকে অনুসরণ করেন, ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চলেন এবং অন্যের ধর্মের প্রতি সহনশীল হন এমন লোকদের আমরা এক কথায় ধর্মপ্রাণ লোক বলে থাকি। ধর্মপ্রাণ লোকেরা হন উদার, হৃদয়বান ও সৎকর্মশীল। তারা ধর্মের আদেশসমূহ মেনে চলেন, নিষেধসমূহ এড়িয়ে চলেন এবং মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের প্রতিটি নাগরিক স্ব-স্ব ধর্মে ব্রতী হলে দেশ কল্যাণ ও শান্তিতে ভরে উঠতো। অন্য ধর্মের প্রতি কোনরূপ ঘৃণা বিদ্বেষ পোষণ করা কোন ধার্মিক ব্যক্তির কাজ হতে পারে না। আর ধর্মান্ধ তারাই যারা বিশেষ ধর্মের কতিপয় অনুষ্ঠান গতানুগতিকভাবে

www.icsbook.info

পালন করে, অন্ধভাবে ধর্মের খোলসটুকু নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে কিন্তু এর মূল উদ্দেশ্য বোঝে না। ধর্মান্ধতার কারণে তারা অন্য ধর্মের লোকদেরকে ধর্মহীন মনে করে এবং নিজেদের মতকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার জন্য চরমপন্থা অবলম্বন করে।

অপর দিকে কোন মানবগোষ্ঠী যখন কোন একটি বিশেষ ভাষা, বর্ণ, পেশা ইত্যাদির ভিত্তিতে শ্রেণী চেতনাবোধ জাগ্রত করে, তখনই তারা একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। এসব লোকেরা নিজেদের সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভিন্ন ভাষা বর্ণ বা পেশার লোকদের বিরুদ্ধে মারমুখো হয়ে পড়ে।

যেকোন স্থানেই যত রকম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা অসহিষ্ণুতা হয়েছে তা কিন্তু ধর্মপ্রাণ লোকেরা করেনি বরং ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক লোকেরা ধর্মের নামে অনেক সময় এসব কাজ করেছে। ধর্মকে তারা একটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছে।

ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের অধিকার রক্ষায় কুরআন-হাদীসের বক্তব্য

"(হে মুসলিমগণ) যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও কখনো বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে ও তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ্ তায়ালা কখনো নিষেধ করেন না। আল্লাহ তায়ালা ন্যায়-পরায়ণদের ভালবাসেন।" (আল কুরআনের ৬০তম সূরা আল মুমতাহিনা'র ৮ নং আয়াত)

"তোমরা মুসলমানেরা আহলি কিতাব (যাদের উপর আল কুরআনের পূর্বে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কিতাব নাযিল হয়েছিল) লোকদের সাথে ঝগড়া ফ্যাসাদ বাকবিতণ্ডা করো না। যদি কর-ই তবে তা উত্তমভাবে করবে। তবে যারা জালিম, তাদের প্রসঙ্গে এই নির্দেশ নয়। তোমরা বরং বল : আমরা ঈমান এনেছি যা আমাদের জন্য নাযিল হয়েছে তার প্রতি আর যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে, তার প্রতিও।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত নং-৪৬)

যারা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরকে ধর্মান্ধ বা সাম্প্রদায়িক বলে গালি দেয় তাদের হাতে আর কোন কথা নেই বলেই তারা এসব বলে থাকে। মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাঁর কুরআনে মানুষকে সম্বোধন করে যে বিস্তারিত কথা বলেছেন তার সারমর্ম নিম্নরূপ :

১. হে মানুষ! তোমাদেরকে আমিই সৃষ্টি করেছি এবং সৃষ্টি জগতে তোমরা শ্রেষ্ঠ।

www.icsbook.info

২. হে মানুষ! তোমাদের সেবার জন্যই মহাবিশ্বের সবকিছু আমি তৈরি করেছি। আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তোমাদেরই সেবায় নিযুক্ত। এরা কেউ তোমাদের পূজা বা উপাসনা পাওয়ার যোগ্য নয়। আমি ছাড়া তোমাদের চেয়ে বড় কেউ নেই। তাই তোমরা সবাই শুধু আমার হুকুম মতো চলো তাহলে শান্তি পাবে।

৩. অণু-পরমাণু থেকে শুরু করে সূর্যের মতো মহাসৃষ্টি পর্যন্ত যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি, এরা সবাই আমার রচিত নিয়ম-কানুন মেনে চলছে। এরা কেউ স্বাধীন নয়। যার জন্য যে বিধান তৈরি করেছি আমি সে বিধান তার উপর নিজেই চালু করে দিয়েছি। এ নিয়মের বিপরীত চলার ক্ষমতা কারও নেই।

৪. হে মানুষ! তোমাদের দেহের প্রতিটি অংশের জন্যই আমি বিধান তৈরি করেছি। তেমনিভাবে আমি তা চালু করে দিয়েছি। তোমাদের রক্ত চলাচলের নিয়ম, শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ম, খাদ্য হজম হবার বিধি, কথা বলা ও শুনার বিধান ইত্যাদি সবই আমার তৈরি। এর ব্যতিক্রম চলার কোন ক্ষমতা তোমাদের নেই।

৫. স্রষ্টা হিসেবে আমি সৃষ্টির জন্য যে বিধান দিয়েছি, তাই ঐ সৃষ্টির 'ইসলাম'। 'ইসলাম' শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ, তারা গাছপালা, নদী-নালা, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবই আমার বিধান মেনে চলে। অর্থাৎ তারা তাদের ইসলাম পালন করে আত্মসমর্পণের প্রমাণ দিয়েছে। তাই এরা শান্তিতে আছে। 'ইসলাম' শব্দের আর এক অর্থ হলো 'শান্তি'। সৃষ্টি জগৎ আল্লাহর বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করেই শান্তি ভোগ করছে।

৬. হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সমস্ত সৃষ্টির সেরা হিসেবে এক পৃথক মর্যাদা দিয়েছি। তোমাদের জড় দেহটা আসল মানুষ নয়। রূহ বা আত্মাই হলো প্রকৃত মানুষ। ভাল ও মন্দ সম্পর্কে যে চেতনা, তাই হলো মানুষ। এরই অপর নাম বিবেক। আমি আর কোন জীবকেই এ বিবেক শক্তি দেইনি এবং বিবেকের কারণেই তোমরা সেরা জীব।

৭. হে মানুষ! তোমাদেরকে আমি দুটো জিনিস দিয়েছি। একটি হলো বিশ্বজগৎ। আর একটি হলো এ জড়জগৎকে ব্যবহার করার উপযোগী একটি হাতিয়ার। মানবদেহ হলো ঐ হাতিয়ার। দেহরূপ যন্ত্রের সাহায্যে সকল সৃষ্টিকে ব্যবহার করার এ অধিকার ও ক্ষমতা একমাত্র তোমাদেরকেই দিয়েছি। সৃষ্টি জগতে এ অধিকার ও ক্ষমতা আর কারো নেই।

www.icsbook.info

৮. হে মানুষ! তোমরা যদি বিবেক দ্বারা চালিত হও, তাহলে কেউ তোমাদেরকে ভুল পথে নিতে পারবে না। কিন্তু যদি বিবেককে দাবিয়ে রেখে দেহের দাবি মেনে চল, তাহলে সৃষ্টি জগতের সেবা থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে। যে জড় জগৎ তোমাদের কল্যাণের জন্য তৈরি করেছি, তা একমাত্র তখনই কল্যাণ দেবে, যখন তোমরা দেহের দাবিকে বিবেকের অধীনে রাখবে। এতে যদি তোমরা ব্যর্থ হও তাহলে সমস্ত জড় শক্তি অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং এ করুণ পরিণতির জন্য তোমরাই দায়ী হবে। তোমাদের হাতেই তোমরা ধ্বংস হবে।

৯. হে মানুষ! তোমরা যাতে বিবেককে শক্তিশালী করে দেহের প্রবৃত্তি ও দাবিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যোগ্যতা লাভ করতে পার এবং গোটা জড় জগতের সেবা ভোগ করতে পার, সে উদ্দেশ্যেই যুগে যুগে আমি মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বিধান পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। প্রত্যেক দেশে এবং প্রত্যেক যুগেই আমি এ উদ্দেশ্যে আদর্শ মানুষ পাঠিয়েছি। তাঁরা আমার ঐ সব বিধানকে পালন করে দেখিয়ে দিয়েছে আমার বিধান কিভাবে মানব সমাজকে সুখী ও শান্তিপূর্ণ বানাতে পারে। তাদেরকেই আরবিতে রাসূল বা নবী বলা হয়। এর অর্থ হলো বাণীবাহক। নবী ও রাসূলগণ আমার প্রেরিত বাণী মানুষকে পৌছায়ে গেছেন।

১০. আমার সৃষ্টিলোকের জন্য দু'রকমের ইসলাম রচনা করেছি। এক রকম ইসলাম হলো সৃষ্টির জন্য বাধ্যতামূলক। আমি নিজেই তা তাদের উপর কার্যকর করি। যেমন মানবদেহ ও গোটা বিশ্বজগৎ। আর এ রকম ইসলাম হলো বিবেকসম্পন্ন মানুষের জন্য। আমি এ বিধান রচনা করলেও মানুষের উপর জোর করে তা চালু করিনি। মানুষকে এ বিষয়ে স্বাধীনতা দিয়েছি। যার ইচ্ছা এ বিধান মেনে চলতে পারে, আর যার ইচ্ছা সে না'ও মানতে পারে। আমি মানুষকে মানতে বাধ্য করি না।

প্রথম ধরনের ইসলাম সকল সৃষ্টিই বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছে এবং সে বিধান অমান্য করার কোন ক্ষমতা তাদের নেই। তাই চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা ইত্যাদি যাবতীয় সৃষ্টি স্রষ্টার বিধান পালন করলেও এর জন্য তারা কোন পুরস্কার পাবে না। কারণ এ বিধান পালনের মধ্যে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই। আর তাদের এ বিধান অমান্য করার কোন ক্ষমতা নেই বলে তাদের কোন রকম শাস্তি পাওয়ারও কারণ নেই।

হে মানুষ! পুরস্কার ও তিরস্কার শুধু তোমাদের জন্য। কারণ তোমাদের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে, তা মানা ও না মানার ক্ষমতা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তাই যারা নিজের ইচ্ছায় তা মেনে চলে, তাদের কৃতিত্বের

www.icsbook.info

জন্যই তারা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। কারণ অমান্য করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তারা মান্য করেছে। তেমনি মান্য করার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যারা অমান্য করে, তারা শাস্তির যোগ্য।

১১. সৃষ্টি জগতের জন্য আমি স্রষ্টা হিসেবে বাধ্যতামূলক যে ইসলাম দিয়েছি, তা পাঠাবার জন্য রাসূল ও নবীর দরকার হয়নি আমি নিজেই সে বিধান চালু করি। কিন্তু আমি মানুষের জন্য যে বিধান রচনা করেছি, তা রাসূলের মাধ্যমেই পাঠিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি হিসেবে তাঁরা ঐ বিধানকে মানব সমাজে চালু করেছে। যারা রাসূল থেকে সে বিধান শিক্ষা করে এবং তা মেনে চলে, তাদেরকেও আমার প্রতিনিধির মর্যাদা দান করি।

১২. আমি সব যুগে সব দেশেই আমার রাসূল পাঠিয়েছি এবং তাদের কাছে আমার রচিত বিধান পাঠিয়েছি। যখনই মানুষ পরবর্তীকালে ঐ বিধানকে বিকৃত করে ফেলেছে, তখনই আবার আমি নতুন রাসূল পাঠিয়ে তার কাছে আবার বিশুদ্ধ বিধান পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার সর্বশেষ রাসূল হলেন মক্কার কুরাইশ বংশের আবদুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)। তাঁর কাছে পাঠানো আমার বিধানের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ রূপই হলো আল কুরআন।

১৩. যেহেতু আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, মুহাম্মদই শেষ রাসূল এবং কুরআনই চূড়ান্ত বিধান, সেহেতু আমি এই কুরআনকে বিকৃত হতে দেবো না। মুহাম্মদের কাছে ৬১০ সাল থেকে ৬৩৩ সাল পর্যন্ত ২৩ বছরে এই কুরআন যে ভাষায় অবতীর্ণ করেছি, হুবহু সে ভাষায়ই যাতে এ কুরআন মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, সে ব্যবস্থা আমিই করেছি।

১৪. এ কুরআনের সঠিক অর্থ বুঝাবার দায়িত্ব আমি মুহাম্মদকেই দিয়েছি। তিনি মানব সমাজে কুরআনের শিক্ষাকে বাস্তবে চালু করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। আমার বিধান মেনে চলবার জন্য যেসব লোক মুহাম্মদের সাথী হয়েছিলেন, তারা মুহাম্মদ থেকেই সবকিছু শিখেছিলেন।

আমার বিধান কিভাবে পালন করতে হবে, সে বিষয়ে আমি মুহাম্মদকেই (সা) একমাত্র শ্রেষ্ঠ আদর্শ নমুনা বানিয়েছি। তাঁকে তাঁর সাথীরা পূর্ণরূপে অনুসরণের চেষ্টা করেছেন বলে আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি। সুতরাং যদি কেউ আমার কুরআনকে মেনে চলতে চায়, তাহলে তাদেরকে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীগণের জীবন থেকেই কুরআনকে বুঝতে হবে।

১৫. আমার রচিত বিধানের নাম রেখেছি ইসলাম এবং যারা এ বিধান মেনে চলে তাদের নাম দিয়েছি মুসলিম। ইসলাম মানে আত্মসমর্পণ আর

www.icsbook.info

মুসলিম মানে যে আত্মসমর্পণ করল। আমি কাউকে বংশগত কারণে মুসলিম বলে স্বীকার করি না। এমনকি নবীর ছেলেও যদি আমার বিধান না মানে তাহলে তাকে আমি বিদ্রোহী ঘোষণা করি। আমার নিকট সে ব্যক্তি মুসলিম হিসেবে গণ্য, যে আমার কুরআনকে ঐভাবে মেনে চলার চেষ্টা করে যেভাবে মুহাম্মদ (সা) ও তাঁর সাথীগণ মেনে চলেছেন।

১৬. যেহেতু আমার কুরআনের বাস্তব নমুনা শুধু মুহাম্মদের (সা) মধ্যেই পূর্ণরূপে পাওয়া যায়, সেহেতু মানবজাতির পক্ষে সঠিক পথ নির্দেশ পাওয়ার সুযোগ করে দেবার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের কোন অংশ যাতে হারিয়ে না যায় তার ব্যবস্থাও করেছি। সুতরাং যারা ইসলামের সঠিক রূপ জানতে চায় এবং কুরআনের জীবন্ত নমুনা দেখতে চায়, তাদেরকে শেষ নবীর জীবনী ভাল করে জানতে হবে।

১৭. রাসূলের মাধ্যমে আমি যে বিধান মানবজাতির পার্থিব কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালীন মুক্তির জন্য পাঠিয়েছি, সে বিধান যারা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে, তারাই আমার অনুগ্রহ পাওয়ার যোগ্য। আর যারা আমার বিধানের ধারক ও বাহক হওয়ার দাবিদার হয়েও বাস্তবে সে বিধান মেনে চলে না, তারাই আমার অভিশাপের উপযুক্ত। আমার নীতি চিরন্তন। এ নীতির বাইরে আমি কোন মানবগোষ্ঠীর সাথে কখনও কোন আচরণ করি না।

১৮. আমার প্রেরিত বিধানের সর্বশেষ রূপ হলো কুরআন। এ কুরআনের শিক্ষাকে মানব জাতির নিকট সঠিকরূপে পৌঁছাবার যোগ্যতা হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর সাথীরা অর্জন করেছিল বলেই আমি তাদেরকে মানবজাতির পথপ্রদর্শকের মর্যাদা দিয়েছিলাম। আমার ও মানবজাতির মাঝখানে তারাই মাধ্যমের ভূমিকা পালন করেছিল। আমি যা পছন্দ করি তারা তাই-ই মানব সমাজে চালু করেছিল এবং আমি যা অপছন্দ করি, তা সমাজ থেকে উৎখাত করেছিল। যারা এ ভূমিকা পালন করে, তারাই হলো আমার সেনাবাহিনী। যতদিন তারা এ দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে, ততদিনই আমি তাদের নেতৃত্ব ও প্রাধান্য বহাল রাখি এবং তখন তারা বিজয়ী শক্তি হিসেবে মানবজাতির নেতৃত্ব দান করে।

তাদের সংখ্যা যত কমই হোক এবং তাদের বিরোধী শক্তি যত বড়ই হোক, আমি তাদেরকে বিজয়ীর মর্যাদায়ই কায়েম রাখি। তাদের চেয়ে বেশি জনবল ও বস্তু শক্তিসম্পন্ন মানবগোষ্ঠীর উপর তারা বিজয়ী হতে থাকে।

১৯. যে গুণাবলীর দরুন আমি কোন জাতিকে এ বিজয় ও প্রাধান্য দিয়ে

www.icsbook.info

থাকি, তাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যদি ঐসব গুণাবলী লোপ পায়, তাহলে তারা আমার নিকট অভিশপ্ত বলে গণ্য হয়। ফলে নেতৃত্বের মর্যাদা থেকে আমি তাদেরকে বঞ্চিত করি। তখন তারা জনবল ও বস্তুশক্তিতে যত বড়ই হোক তারা আমার অনুগ্রহ পাওয়ার আর যোগ্য থাকে না। আমার অভিভাবকত্ব থেকে বঞ্চিত হবার ফলে পৃথিবীতেও তারা অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করে। পরকালেও তারা শাস্তি ভোগ করবে। কারণ তাদের কাছে আমার বাণী ও বিধান থাকা সত্ত্বেও তারা মানবজাতিকে তা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

২০. আমি মানুষকে ভাল ও মন্দের যে চেতনা দিয়ে সৃষ্টি করেছি এরই ফলে তার প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজকে ঐ চেতনা দিয়েই বিচার করব। বিবেকশক্তি প্রত্যেক মানুষকেই আমি দান করেছি। সে জেনে শুনেই মন্দ কাজে লিপ্ত হয়। চুরি করা, ঘুষ খাওয়া, মিথ্যা বলা, ডাকাতি করা, হত্যা করা ইত্যাদি জঘন্য বলে জানা সত্ত্বেও মানুষ এসব কুকর্মে লিপ্ত হয়। সুতরাং সে যে অপরাধী, সে কথা তার বিবেকের নিকট অজানা নয়। আমি তাকে এ চেতনা দান করেছি বলেই মৃত্যুর পর তার প্রতিটি বিবেক-বিরোধী কাজের জন্য আমি তাকে শাস্তি দেব। অন্যান্য জীব-জন্তুকে আমি এ চেতনা দান করিনি। তাই তারা সহজাত প্রবৃত্তি থেকে যা কিছু করে সে জন্য তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হবে না। এ বিবেক-শক্তির কারণেই মানুষ সেরা সৃষ্টির মর্যাদা পেয়েছে। অথচ এ বিবেকের বিরুদ্ধে চলার কারণেই মানুষ পশুর চেয়ে অধম বলে গণ্য হয়।

মানুষ যাতে তার যথার্থ মর্যাদা বজায় রেখে দুনিয়ায় শান্তি ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে এবং নিজেদের তাড়নাকে পরাজিত করে বিবেকের কথামতো চলার যোগ্য হতে পারে তারই বিধিবিধান কুরআনে দিয়েছি। হযরত মুহাম্মদ (সা) তাঁর জীবনে কুরআনকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই মানুষের প্রকৃত মর্যাদা অর্জন করতে হলে আদর্শ মুহাম্মদ (সা) থেকেই তা শিখতে হবে।

২১. যারা পরকালের মুক্তির জন্য বৈরাগ্য জীবন অবলম্বন করে, তারা আমার দেয়া পার্থিব দায়িত্ব থেকে পালিয়ে মানব জীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ করে। সংসারের বোঝা ফেলে দিয়ে এবং পার্থিব অগণিত দায়িত্বকে অবহেলা করে যারা ধার্মিক সেজে বেড়ায় তারা মানবজাতির জন্য কোন আদর্শ হতে পারে না। সব মানুষ তাদের আদর্শ গ্রহণ করলে মানুষের অস্তিত্বই শেষ হয়ে যাবে।

ভাল মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার জন্য যারা সমাজ থেকে দূরে সরে থাকে,

www.icsbook.info

তারা মন্দকে জয় করে না। মন্দের নিকট পরাজয় স্বীকার করেই তারা সংসারবিরাগী হয়। চরিত্র জঙ্গলে সৃষ্টি হয় না। সেখানে যারা বসবাস করে, তাদের মধ্যে সৎ ও অসৎ কোনটাই নয়। তাদের চরিত্র বলে কোন জিনিসই নেই। সমাজে যে বাস করে, সে হয় সত্যবাদী আর না হয় মিথ্যাবাদী। কারণ তাকে কথা বলতেই হয়। সত্য বলতে পারলে সত্যবাদী বলে সে গণ্য হয়। কিন্তু যে সমাজেই থাকে না, তার তো কথা বলারই সুযোগ নেই। সুতরাং সে মিথ্যাবাদী না হলেও তাকে সত্যবাদী বলারও সুযোগ নেই। সংসারের ঝামেলায় থেকে এবং মানব সমাজের অন্তর্ভুক্ত থাকার কারণে মন্দ থেকে বেঁচে থাকা কঠিন বলেই তো এর জন্য আমি পুরস্কার দেব। কিন্তু পার্থিব দায়িত্ব থেকে যারা পালিয়ে বেড়ায়, তাদেরকে এ অপরাধের দরুন কঠিন শাস্তি দেব। কুরআনে মানুষকে সৎ ও যোগ্য সামাজিক জীব হবার শিক্ষাই আমি দিয়েছি। ভাল মানুষ হবার জন্য দুনিয়া ত্যাগ করতে হবে না, কুরআনকে মেনে চলতে হবে।

রাসূলের (সা) হাদীসে অমুসলিমদের অধিকার

১. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন "মনে রেখো, যদি কোন মুসলমান কোন অমুসলিম নাগরিকের উপর নিপীড়ন চালায়, তার অধিকার খর্ব করে, তার কোন বস্তু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয় তাহলে কিয়ামতের দিন আমি আল্লাহ্‌র আদালতে তার বিরুদ্ধে অমুসলিম নাগরিকের পক্ষ অবলম্বন করবো।" (হাদীস গ্রন্থ আবু দাউদ)

২. রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের উপর যুলুম করবে ও তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজের চাপ দেবে-করতে বাধ্য করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী হয়ে দাঁড়াবো।

৩. অমুসলিমদের আর্থিক নিরাপত্তা সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা) বলেন, "এবং আমি তাদেরকে এই অধিকার দান করলাম যে, তাদের কোন বৃদ্ধ যদি উপার্জন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, কিংবা কারো উপর কোন আকস্মিক বিপদ এসে পড়ে, অথবা কোন ধনী ব্যক্তি যদি সহসা এতটুকু দরিদ্র হয়ে পড়ে যে, তার সমাজের লোকেরা তাকে ভিক্ষা দিতে শুরু করে। তখন তার উপর ধার্য জিজিয়া কর (অমুসলিমদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার নির্ণয়ে ধার্যকৃত সামান্য কর) প্রত্যাহার করা হবে সেই সঙ্গে তার ও তার সন্তানদের ভরণ পোষণ ইসলামী রাষ্ট্রের বায়তুলমাল (অর্থভাণ্ডার) হতেই করা হবে যতদিন সে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে থাকবে।"

www.icsbook.info

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "ইসলাম ভারতের পদদলিত বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ এসেছিল।"

মুসলিম শাসনামলে অমুসলিম প্রজাদের অবস্থা

মহানবীর আমলে : মদীনায় হিজরতের পর মহানবী (সা) ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমান সম্প্রদায় সমন্বয়ে একটি সম্মিলিত চুক্তি সম্পাদন করেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যা 'মদিনার সনদ' নামে পরিচিত। এ চুক্তির মাধ্যমে রাসূল (সা) সকল সম্প্রদায়ের লোককে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসেন এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ চুক্তিতে ঘোষণা করা হয় যে, কোন সম্প্রদায় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে তা প্রতিহত করবে।

আব্বাসীয় আমল : আব্বাসীয় শাসনের গৌরবময় দিনগুলোতে অমুসলিমদের মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টানরা যথেষ্ট সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন। তারা নিজেদের স্বতন্ত্র ভাষায় কথা বলতেন। সমাজে ও রাষ্ট্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় বিচার ব্যবস্থা ব্যতিরেকে অন্যকোন ভাবে তারা নিগৃহীত হননি।

ইহুদিরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি স্বাচ্ছন্দ্যে ছিলেন। ৯৮৫ সালে আল-মাকদিসির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সে সময়ে সিরিয়ার অধিকাংশ অর্থলগ্নিকারী এবং ব্যাংক ব্যবসায়ী ছিলেন ইহুদি। খলিফা আল মুতাযিদের (৮৯২-৯০২) সময়ে ইহুদিরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে বহাল ছিলেন। ১১৬৯ সালে তুলেদার বেঞ্জামিন ইহুদিদের বড় কলোনি বাগদাদে আসেন। তাদের উপাসনালয়ের প্রধান বাগদাদের খলিফার আনুগত্য লাভ করতেন। (পৃষ্ঠা–৩৯৪ অনুবাদ বি. কে. হিট্টি)

উমাইয়া আমল : উমাইয়া শাসনামল ধর্মীয় স্বাধীনতার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ বংশের স্থপতি আমীরে মুয়াবিয়া অমুসলিমদের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। তার রাজত্বে খ্রিস্টান প্রজাবর্গ সুখে শান্তিতে বসবাস করতো। ভূমিকম্পে খ্রিস্টানদের এডিসার গির্জা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তিনি উক্ত গির্জা পুনঃনির্মাণের সকল প্রকার ব্যবস্থা করেন। এসময় মুসলমান অমুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সুলতানি আমলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক : দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুলতানি আমলে শুধু ন্যায়পরায়ণতা নহে বরং উদারতার সাথে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যবহার করা হতো।

www.icsbook.info

Mr. Elphinstone, বলেন "The Hindus were not molesled in the exercise of their religion"
মুসলিম শাসনামলেও হিন্দুগণ অবাধে ধর্মপ্রচারের অধিকার ভোগ করতো। ভক্তিবাদ প্রচারের দৃষ্টান্ত হতে এ কথা সহজে প্রমাণ করা যায় যে, মুসলমানদের অধীনতা স্বীকার করলে হিন্দু শাসকগণ তাদের ক্ষমতা বজায় রাখতে পারতেন। 'তারিখে ফেরেশতার' বিখ্যাত লেখক ফেরেশতা বলেন "শাসকগণের মধ্যে এক সুলতান ৫,০০০ হিন্দু পদাতিক সৈন্যকে তার দেহরক্ষি নিযুক্ত করেছিলেন।"
Dr. A.M. Husain বলেন, "It was really a political mal-contents and not as dissanters or 'recusants that the Hindus were harassed, if at all and as such even musulmans were notspared. স্থানীয় শাসন ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের হাতেই ছিল।
মোঘল আমল : মোঘল সাম্রাজ্যের বিখ্যাত শাসক ছিলেন সম্রাট আকবর। তার সময়ে হিন্দুরা সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করে। তিনি সাম্রাজ্যে শাসনকার্য চালানোর জন্য হিন্দু রাজপুতদের সাম্রাজ্যের উচ্চ পদসমূহে নিয়োগ দান করেন। নিজের ছেলে সেলিমের (সম্রাট জাহাঙ্গীর) সাথে জয়পুরের রাজা ভগবান দাসের কন্যার বিবাহ দেন।
আকবর নিজে অম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যাকে বিবাহ করেন। ১৫৭০ সালে আকবর সম্রাট বিকানীর রাজপুত রাজকুমারীকে বিয়ে করেন। সমরে রাজা টোডরমল, রাজা বিহারীমল, রাজা ভগবান দাস এবং রাজা মানসিংহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জিযিয়া সম্পর্কে ধারণা

মুসলিম আইন অনুসারে জিযিয়া সাধারণত অমুসলমান প্রজাদের দেয়া কর। অমুসলমান প্রজারা জিযিয়া প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক জান, মাল ও ধর্মের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা লাভ করত। কেবলমাত্র সক্ষম ও উপার্জনক্ষম লোকদেরই জিযিয়া প্রদান করতে হত। মহিলা, শিশু, দরিদ্র, ভিক্ষুক, সন্ন্যাসী, যাজক, বৃদ্ধ বা চিররুগ্ন রোগীকে জিযিয়া প্রদান করতে হতো না। আবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলে জিযিয়া মাফ করে দেয়া হতো। জিযিয়াকে কর বলা যায় না, একে প্রতিরক্ষা চাঁদা বলা যেতে পারে। কেননা কর বিশেষ কারণে মাফ হয় না, অথচ জিযিয়া মাফ করা হতো। স্মর্তব্য যে, মুসলমানরাই রাজস্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'জিযিয়া' নামক ব্যক্তিগত কর ধার্য করেননি।

www.icsbook.info

মুসলমানদের পূর্বে বিজিত প্রজার উপর রোমানগণ Tributum Capitis এবং পারস্যের সম্রাটগণ Gezil নামক ব্যক্তিগত কর আদায় করতো। (বালাযুরী পৃঃ ২৬৯-৭০)

জিযিয়া নিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন কথা এসে থাকে। আসলে জিযিয়া কোন বৈষম্য নয়। কারণ ইসলামী রাষ্ট্র মুসলমানদের থেকে যাকাত আদায় করা হয় কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের থেকে এটা আদায় করা হয় না। কারণ শরীয়তের আইন তাদের উপর নয়। মূলত জিযিয়া হল ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিমদের জান মালের নিরাপত্তা নিশ্চত করার নিশ্চয়তা।

বাংলাদেশে অমুসলিম ও সংখ্যালঘুদের অবস্থান

১৯৪৭ সালের আগে বাংলাদেশে অমুসলিম হিন্দু জমিদারগণ প্রতাপের সাথেই দেশের বিভিন্ন রকম উন্নয়ন সামাজিকও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতেন। দেশের জনসংখ্যার বৃহদাংশ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সরকারি সুযোগ-সুবিধাপুষ্ট হওয়ায় তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতেন।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো দেশের জন্ম হয় দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে। পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলমানদের স্বাধীন দেশ হিসেবে, মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। দেশ স্বাধীনের সময় অনেক হিন্দু জমিদার ও সাধারণ হিন্দু বর্তমান বাংলাদেশ, তৎকালীন পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। সে সময় ধর্মান্ধ ও স্বার্থান্বেষী কিছুলোক সংখ্যালঘুদের জানমালের কিছু ক্ষতি করে থাকতে পারে তবে সরকার সহসা তা বন্ধ করে। সে সময় ভারতত্যাগী মুসলিমদের ললাটেও এ ধরনের দুর্ভোগ দেখা দেয় বরং ভারতের কতিপয় এলাকা ৪৭ থেকে আজ অবধি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দেয় ও সম্পদ হারায় ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চারটি মূলনীতির সংযোজন হয়। পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ এই চারটি নীতির সমন্বয়ে বাংলাদেশ পরিচালনা করতে গিয়ে হিমশিম খাওয়া তৎকালীন সরকার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় ক্ষমতাচ্যুত হন। এরপর আবার সংবিধানে পরিবর্তন আসে। যদিও সংখ্যালঘু অমুসলিম নাগরিকদের প্রতি সম্পূর্ণ সুবিচার সম্ভব হয়নি তবুও বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় তের কোটি মানুষ। এর মাঝে শতকরা ৮৫% মানুষ মুসলিম। বাকি প্রায় এক কোটিরও বেশি লোক অন্যান্য ধর্মাবলম্বী। তবে মুসলমানদের পরই হিন্দু ভাইদের অবস্থান। তারা সংখ্যায় প্রায় ৬০

www.icsbook.info

লক্ষ। অপরদের মাঝে রয়েছে খ্রিস্টান। বৌদ্ধ, চাকমা, মারমা ও অন্যান্য উপজাতীয় লোকেরা।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও পরমতসহিষ্ণুতার দেশ। সংখ্যালঘুগণ এদেশে তাদের যাবতীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করে থাকেন। তারা দেশের ২য় বা ৩য় শ্রেণীর নাগরিক নন বরং অন্যান্য নাগরিকের মতই সমান।

বাংলাদেশে সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য পেশাজীবী ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই সংখ্যালঘুদের উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্ব রয়েছে। রাষ্ট্রীয় নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্ম-বর্ণের কোন বালাই নেই বরং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা নিশ্চিত হয় বলে আনুপাতিক হারে অনেক অমুসলিম নাগরিক বিভিন্ন বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের দ্বারা দেশ ও দশের বিরাট সেবা নিশ্চিত হচ্ছে।

পিছিয়ে পড়া উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের জন্য সরকার বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে কোটা নির্ধারণ করে রেখেছে। এর ফলে উপজাতীয় নাগরিকগণ পর্যায়ক্রমে দেশ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

এই সুন্দর অবস্থানের পরও বাংলাদেশের কতিপয় দল ও সংগঠন মাঝে মাঝেই এদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের ধুয়া তুলে পরিবেশ বিঘ্নিত করতে চায়। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে এরাই মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ উত্থাপন করে।

কতিপয় বাস্তব উদাহরণ

এক. ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রদত্ত হিসাব থেকে একটি চিত্র পাওয়া যায় সেখানে পার্লামেন্ট হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব, দেশান্তর, উপাসনালয় ধ্বংস, বেদখল ও ধর্মান্তরের একটি হিসাব পাওয়া যায়।

বছর	পার্লামেন্টে মোট আসন	হিন্দু সদস্য	দেশান্তর	উপাসনালয় ধ্বংস/বেদখল	ধর্মান্তর
১৯৭৩	৩১৫	১২	৪৫%	৫৫%	২৫%
১৯৭৯	৩১৫	০৮	১০%	১০%	১৫%
১৯৮৬	৩১৫	০৭	১৫%	১০%	৩০%
১৯৮৮	৩০০	০৪	৩০%	২৫%	৩০%
১৯৯১	৩৩০	?	১০%	৩০%	২৫%
১৯৯৬	৩৩০	১০	২০%	১০%	২০%
২০০১	৩০০	০৫	–	–	–
২০০৮	৩৫০	১৪	–	–	–
২০১৪	৩৫০	১৪	–	–	–

www.icsbook.info

উপরোক্ত তথ্যসূত্র থেকে একটি কথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ১৯৭৩ সালের পর দেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতিত হয়েছে বেশি অথচ তখন তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯৭৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে প্রদত্ত স্মারকলিপিতে বাংলাদেশ সংখ্যালঘু কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে রমনা কালিমন্দির পুনঃ নির্মাণ, অর্পিত সম্পত্তি ও শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিলের দাবি উঠলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি।

দুই. অমুসলিমগণ ১৯৯১ সালের ৬ই ডিসেম্বর ভারতের অযোদ্ধায় ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ধ্বংস করে সাম্প্রদায়িক শক্তি সমগ্র ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু করে এবং বাবরী মসজিদের জায়গায় মন্দির নির্মাণের ঘোষণা দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ মুসলমানগণ সম্প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সেই দুর্দিনে অমুসলিম নাগরিকদের পাশে এসে দাঁড়ায়। ছাত্রশিবির ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেইট থেকে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক সম্প্রীতি মিছিলের আয়োজন করে। যার খবর পরের দিন সকল পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়, বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা তা ফলাও করে প্রচার করে। এছাড়া শিবির পাড়া মহল্লায় সম্প্রীতি কমিটি গঠন করে, বিশেষ বিশেষ এলাকায় অমুসলিমদের ধর্মীয় স্থানসমূহ পাহারা দেয়। অনেক জেলাতেই পুলিশ প্রশাসন শিবিরের এই ভূমিকায় চমৎকৃত ও উপকৃত হন।

এ সময়ে পত্র-পত্রিকায় ফরিদপুরের মকসুদপুর, নড়াইলের দু'একটি সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর পাওয়া যায়। এসব বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে বিশেষ দলের সুযোগ সন্ধানী লোকেরাই অন্যান্যদের নাম দিয়ে এসব স্থানে পরিকল্পিত অবস্থার সৃষ্টি করে এবং হিন্দুদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। দেশত্যাগী হিন্দুদের জায়গা জমিগুলো এসব দলের নেতৃবৃন্দ হস্তগত করে।

তিন. ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর সংখ্যালঘু নির্যাতন ইস্যু ও বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির : ২০০১ সালের ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ৪ দলীয় সরকার গঠনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু নির্যাতনের খবর পত্র-পত্রিকায় আসতে থাকে। বিশেষ করে চট্টগ্রামে

www.icsbook.info

বৌদ্ধ ভিক্ষু, খাগড়াছড়িতে হিন্দু, পুরোহিত, খ্রিস্টান ধর্মযাজক হত্যা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু, পুরোহিত, খ্রিস্টান ধর্ম যাজক হত্যা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু রমণীদের ওপর নির্যাতনের খবর জনমনে উৎকণ্ঠতার জন্ম দেয়।

এসব ঘটনার জন্য একটি সংগঠন ক্ষমতাসীন দলের সাথে সাথে শিবিরকেও দায়ী করতে থাকে। বাস্তবে এসবের সাথে শিবিরের দূরতম সম্পর্কও ছিল না বা নেই। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষায় বরাবরই সোচ্চার থেকেছে, বিভিন্ন স্থানে শিবিরের হস্তক্ষেপের কারণেই সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।

চার. ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও সামাজিক কার্যক্রমে অমুসলিম ভাইদের অংশগ্রহণ ঃ ১৯৭৭ সালে আত্মপ্রকাশের প্রথম দিন থেকেই শিবির অমুসলিমদের মাঝে সংগঠনের দাওয়াত দিচ্ছে। যে কোন অমুসলিম ভাই ছাত্রশিবিরের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে একমত হয়ে অমুসলিম সমর্থক ফরম পূরণ করে শিবিরের সমর্থক হতে পারেন। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সমর্থক হওয়ার জন্য একজন অমুসলিমকে তার ধর্ম বিসর্জন দিতে হয় না। হিন্দু, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ থেকেও একজন লোক শিবিরের সাথে কাজ করতে পারেন। সারাদেশে শিবিরের এ ধরনের অনেক অমুসলিম সঙ্গী রয়েছেন। ১৯৮১ সালে চাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেলে নির্বাচিত করে একজন বৌদ্ধ ভাই সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক অমুসলিম ভাই শিবিরের সাথে থেকে বিতর্ক ক্লাব, স্পোর্টিং ক্লাব বা অন্যান্য কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

যদি একজন অমুসলিম থেকে কমিউনিস্ট পার্টি করতে পারেন, ছাত্র ইউনিয়ন করতে পারেন তাহলে তার জন্য ইসলামী ছাত্রশিবির করা দোষের হবে কেন?

পাঁচ. অমুসলিম ভাইদের পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ : ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাথে সম্পর্কিত অমুসলিম ছাত্রভাইদের যোগ্যতা ও মেধা অনুযায়ী তারা সংগঠনের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পরামর্শ দিয়ে থাকে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তারা অনেকেই প্রভাবাধীন কলেজসমূহে ও যেখানে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম রয়েছে তাতে অংশগ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন ইস্যুতে শিবির এ সমস্ত ভাইবোনদের নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করে থাকে। সমাবেশে তারা প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ

www.icsbook.info

করে ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে। এছাড়া এসব ভাইদের মাঝে ভাল ছাত্রগণ প্রায়শই শিবির পরিচালিত কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষক হিসেবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

ছয়. অপ্রচারের জবাব অমুসলিম ভাই- বোনেরাই দেবেন : বাংলাদশে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন নেতা বা কর্মী কোন অমুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি কোথাও অবজ্ঞা, ধিক্কার বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে বলে উল্লেখযোগ্য কোন প্রমাণ আছে কি? শিবিরের কোন কর্মীর হাতে কোন অমুসলিম নর-নারী নির্যাতনের কোন প্রমাণ কি আছে? কোথাও কি শিবির নেতাদের কারণে কোন অমুসলিম ছাত্রকে তার পড়ালেখা শেষ করে দিতে হয়েছে? শিবিরের কোন কর্মী কি নিছক হিন্দু বিধায় কোন শিক্ষককে অশ্রদ্ধা করেছে? এসব কিছুরই সোজা উত্তর– না। কিন্তু তারপরও এক কল্পিত চিত্র সর্বত্র আলোচিত-সমালোচিত হচ্ছে। এসবের জবাব শিবিরের শুভাকাঙ্ক্ষী/অমুসলিম ছাত্র ভাইয়েরা নিজেরাই দেবেন।

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকের মানবীয় অধিকার সমান। ধর্মের ভিন্নতার কারণে কারো প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের কথা কল্পনাই করা যায় না। এসব মৌলিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :

১ জীবনের নিরাপত্তা : বিনা কারণে কোন মানুষ হত্যাকে ইসলাম গোটা মানবজাতির ধ্বংসের সাথে তুলনা করেছে। দারিদ্র্যের ভয়ে শিশুহত্যা ও আত্মহত্যাকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। কারো জানমাল ও ইজ্জত আব্রুর ওপর হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সা) সকলকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছিলেন।

২ ন্যায়সংগতভাবে হস্তগত (প্রাপ্ত বা আয়কৃত) সম্পদের ওপর ব্যক্তির পরিপূর্ণ ভোগ ব্যবহারের, ব্যবসায় বিনিয়োগের, মালিকানা হস্তান্তরের এবং মালিকানাস্বত্ব রক্ষার অধিকার থাকবে।

৩ ইসলামী রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতের গ্যারান্টি দিতে বাধ্য থাকবে। সমাজের প্রত্যেক সদস্য সম্মানিত-তার পদ, স্থান, বিত্তবৈভব যাই হোক না কেন।

৪ ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিক পারিবারিক জীবনের নিরাপত্তার পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবনেরও (Private life) পরিপূর্ণ মর্যাদা লাভ করবেন।

www.icsbook.info

৫ অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই বন্দী রাখা যাবে না।

৬ সকল নাগরিকের স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার থাকবে।

৭ বিবেক ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ধর্মীয়, চিন্তাগত ও অন্যান্য বিষয়ে একজন নাগরিক সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে মত প্রদান করবে।

৮ সমান অধিকার : মানব জাতিকে এক পুরুষ ও নারী হতে সৃষ্টি করে কেবল পরিচয়ের জন্য আলাদা গোত্র ও বংশে ভাগ করা হয়েছে। মর্যাদার অধিকারী হয় তারা যারা আল্লাহকে ভয় করে। অপর দিকে বলা হয়েছে কোন অনারবের ওপর কোন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই আর না আছে কোন আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব, কোন কালোর ওপর কোন সাদার শ্রেষ্ঠত্ব নেই আর না আছে সাদার ওপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব।

৯ ন্যায় বিচার লাভের অধিকার : হযরত আলীর (রা) একটি বর্ম চুরি হয়। তিনি জনৈক ইহুদিকে দায়ী করেন। উপযুক্ত প্রমাণ দিতে না পারায় বিচারক বর্মটি ইহুদিকে দিয়ে দেন।

১০ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অধিকার।

উপসংহার

অজ্ঞতা ও অপপ্রচারের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা আর কোন কঠিন বিষয় নয়। কোন একটি বিষয়ে অন্ধের মতো বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে আমাদের বিবেক ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। মনের গভীরে একটি প্রশ্ন জাগাতে হবে– এসবই কি সত্য কথা? সত্য ও মিথ্যাকে আলাদা করে নিতে হবে। একজন অমুসলিম বন্ধু হিসেবে সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বপূর্ণ এই পৃথিবীতে সত্যের পক্ষ নেবার সৎসাহস অর্জন করতে হবে আপনাকে। আপনি যদি তা না পারেন তাহলে তো স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই আপনি মিথ্যার পক্ষ নিলেন। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির আপনাকে দেখতে চায় সত্য-সন্ধিৎসু মহান মানুষের কাফেলায়। জড়, কূপমন্ডুক ও অসহায় দর্শকের সারিতে নয়।

www.icsbook.info